তারিখ ২৩।৯।২০০০
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ভোরের কাগজ

79

আসুন অভিন্ন সার্টিফিকেট নিয়ে দেশের উন্নয়ন করি

ভোরের কাগজ গত ৮ আগস্ট ২০০০ তারিখে চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ছাত্র-তৌফিক, নজরুল, হাছান 'কৃষি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের দাবি' শিরোনামের লেখাটিতে যে মিথ্যাচার, হীন মানষিকতার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কৃষি কলেজসমূহের সব ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

আপনাদের মতো বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রদের এমন লেখা দেখে আমরা অবাক হইনি, কারণ আপনারা যে এর চেয়ে আরো নিচে নামতে পারেন, তা আমরা জানি আপনাদের লেখার সূত্র ধরেই লিখছি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের অধিভুক্ত কলেজ সমূহের ছাত্রছাত্রীদের যদি দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে অভিন্ন সার্টিফিকেট দিতে পারে তাহলে আজ সেই অভিন্ন সার্টিফিকেট আমরা কেন পাব না? আমরা ধরেই নিচ্ছি আপনাদের আন্দোলনের চাপেই বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের প্রশ্ন, কোনো নতুন আইন কার্যকর করতে হলে নতুন যে ব্যাচে ভর্তি হবে সেই ব্যাচ থেকে কার্যকর হবে, কিন্তু তা-না করে আপনারা ১৯৯২-৯৩ সেশন (২০০০ সালে অনুষ্ঠিত ১৯৯৬ সালের ফাইনাল পরীক্ষা) থেকে কেন কার্যকর করা হলো? আমরা এ নিয়ে তর্ক করতে চাই না, কারণ শ্রদ্ধেয় কৃষিবিদ খুরশিদুল আলম কাজল বিভিন্ন লেখায় এই বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন।

আমরা জোর দিয়েই বলছি, আমরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছিলাম কিন্তু তার পরেও কৃষি কলেজে ভর্তি হয়েছি কোনো স্বার্থে নয় বরং সফল কৃষিবিদ হয়ে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে। কিন্তু কখনো ভাবিনি এভাবে অভিন্ন সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য আমাদের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রোষানলে পড়তে হবে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ভাইবোনেরা আপনাদের মেধার যখন এতোই গর্ব তবে অভিন্ন সার্টিফিকেট নিয়ে এতো দ্বিমত কেন?

ভবিষ্যতে তো আপনারা আপনাদের মেধার জোরেই সব প্রতিযোগিতায় সফল হতে পারবেন, নাকি আপনারা আমাদের ভয় পাচ্ছেন তাই ভিন্ন সার্টিফিকেটের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আপনাদের প্রতিযোগিতার সমস্ত ক্ষেত্র সহজ ও নিষ্কন্টক করতে চাইছেন। এটা কি তবে হীন মানষিকতার পরিচয় নয়?

আপনারা কৃষি কলেজসমূহের ভর্তি প্রক্রিয়ায় স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি নিয়ে লিখেছেন। কিন্তু আপনারা এ বিষয়ে এতোই অজ্ঞ যে কৃষি কলেজসমূহে কিভাবে ভর্তি নেওয়া হয় তা জানেন না। আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা সরকারি তিন কৃষি কলেজে ভর্তি নেওয়া হয়, তাই এখানে স্বজনপ্রীতি বা দুর্নীতির কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ যেখানে ভর্তি সম্পর্কে নিজেদের (কৃষি কলেজ সমূহের) কোনো সম্পর্ক থাকে না। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অনুষদ যেমন কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান এবং কৃষি প্রকৌশল ও পশুপালন অনুষদে ভর্তির সুযোগ পেয়েও অনেক ছাত্রছাত্রী কৃষি কলেজসমূহে ভর্তি হয়। শুধুমাত্র কৃষি অনুষদে পড়ার জন্য এমন ঘটনা সচরাচর দেখা যায়। এটাই সত্য এই সত্যকে গলার জোরে উড়িয়ে দিলে চলবে না, এটাই বাস্তব।

আপনারা কৃষি কলেজসমূহের পিরিওডিক্যাল পরীক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আমরা আপনাদের চ্যালেঞ্জ করছি হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজে এই ধরনের স্বজনপ্রীতি
স্থান নেই
না হলে
আমাদের
আপনাদে
বিশ্ববিদ্যা
কয়েকটি
বিশেষে
রাতে প্রশ্
আপনারা
প্রশ্নপত্র প্রণ
শিক্ষকের
সালের প্রশ্
সব প্রশ্ন খুব
অথচ ফাই
সিলেবাসের
সবই প
বিশ্ববিদ্যাল
কলেজে প
আমাদের স
বা ব্যবহা
ছাত্রছাত্রীরা
প্রতিবারেই
করেন। তাই
পারি নিজস্ব
তালিকায় স্থান
বা করুণা নিয়ে

আপনারা
তাহলে পিতা,
এই সম্পর্কের
আপনারা বিশ্ববি
আপনাদের জ্ঞানে
এটাই স্বাভাবিক
বাংলাদেশ নিয়েই

যাইতেছে:

ক্রমিক নং	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১।	সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কনকোর্স হলে প্রবেশকারী দর্শনার্থীদের নিকট হইতে প্রবেশ ফি আদায়।

শর্তাবলী :
(ক) দরপত্র সিডিউল যে
দপ্তর হিসাব শাখা, সদস্য (প
ব্যবস্থাপকের দপ্তরে ক্রয় করা
বিভাগীয় কমিশনারের দপ্তরেও
কমিশনারের দপ্তর এবং সিএএ
স্থানে নির্ধারিত তারিখে ও সম
হইবে।
(খ) দরপত্র অনুষ্ঠান নির্ধা
দরপত্র কমিটি কর্তৃক দরপত্র
(গ) দরপত্রদাতাকে উক্ত
কোন সিডিউল ব্যাংক হইতে
দাখিল করিতে হইবে। দরপ
হইবে।
(ঘ) অসম্পূর্ণ দরপত্র বাতি
(ঙ) দরপত্র সিডিউলের
(চ) কর্তৃপক্ষ কোন কারণ
করেন।
(ছ) এই বিষয়ে বিস্তারিত
ডিএফপি-২২৭৪১-১৯/৯/২
জি-৪২৫/২০০০